বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

Bangladesh Standards and Testing Institution

Tel : 8821462, 8813322, 9131582, 9880007,9898115, 9897960,
Fax : 88-02-9131581, E-mail : bsti@bangla.net Website : www.bsti.gov.bd

Ministry of Industries

বিশ্ব মান দিবস

World Standards Day*

মান এবং নাগরিক ঃ সমাজে অবদান রাখছে

Standards and the Citizen: Contributing to Society

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও "বিশ্ব মান দিবস" পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়, বি.এস.টি.আই ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশ্ব মান দিবসের এ বারের প্রতিপাদ্য "Standards and the Citizen : Contributing to Society" নির্ধারণ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের সকল নাগরিকের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের সকল মৌলিক চাহিদা মানসম্মতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা সাধারণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। বাজারে মানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই দেশে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে মানসম্মত পণ্য ও সেবার কোন বিকল্প নেই। এ দিবস উদযাপন ব্যবসায়ীদেরকে সামাজিক দায়িত্ব ও ভোক্তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন করবে আশা করি। আমি বিশ্ব মান দিবস উদযাপন ও দিবসের মূল লক্ষ্য অর্জনে সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

World Standards Day Message

14 October 2007

Standards and the Citizen: Contributing to Society

Mr. Renzo TANI
IEC President

Mr. Håkan MURBY
ISO President

Dr. Hamadoun TOURÉ
ITU Secretary-General

The Global Village brings a broad range of rights and obligations to its citizens. These include rights to safety, security, health and access to information. Obligations include protecting the environment and respecting the safety, property and privacy of others. Standards help citizens to exercise these rights and obligations. They do this, for example, by providing consumers with information and protection, by ensuring the quality and safety of products and services, by defining requirements or giving guidance related to the environment and other issues important to citizens including societal equity, health, security, information and communication, and fair trade.

A world without standards would soon grind to a halt. Transport and trade would seize up. The Internet would simply not function. Hundreds of thousands of systems dependent on information and communication technologies would falter or fail - from government and banking to healthcare, air traffic control, emergency services, disaster relief and even international diplomacy. So many aspects of the modern world are heavily dependent on standards.

It is difficult to exaggerate the importance of standards in our everyday lives. Consider the standards involved in reading this message. If you are sitting in front of a computer screen, hundreds of standards are at work running the computer, providing Internet access, and even defining the fonts and formatting of the text itself. If you are reading this message on paper, then the paper size probably conforms to a standard simplifying the printing and distribution processes. The power source for your computer or printer, the lighting, heating or air conditioning - all, to some extent, rely on standards. Without standards, consider how difficult - or even dangerous - it would be to carry out ordinary, daily tasks. Safety standards for machinery protect us at work and at play. At home, standards keep electrical appliances connected to the national grid and keep our refrigerators and airconditioners compliant with environmental safeguards to prevent global warming. Our audio systems, television sets and DVD players, mobile phones and WiFi all comply with standards to make them compatible with other systems. From mobile videos and music to online education, telemedicine, e-banking and satellite navigation systems for our cars and aircraft - where would we be without standards in an increasingly networked world?

The work of IEC, ISO and ITU in developing international standards opens up markets but also brings environmental protection, safety, security, health and access to information and knowledge. Increasingly international standards are helping to break down the barriers between rich and poor nations. Standardization helps provide higher quality at lower costs by ensuring that competition exists between vendors. It makes it easier for consumers to make an informed choice about equipment or services that they buy.

International standardization has been in place for nearly 150 years. Today, with the understanding that standards can vastly expand the market for technological innovations, industry invests billions of dollars in standardization. Standards foster healthy commerce and fair prices. Global standards developed with open processes and with consensus among all stakeholders give access to global markets.

As we move into the future, the work of IEC, ISO and ITU will continue to facilitate the development and diffusion of new technologies that will drive the world economy, contributing to the well being of all of the world's inhabitants.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও ১৪ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সামাজিক উন্নয়নে নাগরিক প্রয়াসের পাশাপাশি মানের গুরুত্ব তুলে ধরে দিবসটির প্রতিপাদ্য Standards and the Citizen: Contributing to Society - বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

বিশ্বায়নের এই যুগে ক্রেতা বা ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকার ভোক্তা-স্বার্থ রক্ষায় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশব্যাপী ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। পণ্য ও সেবার মানসম্মত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, ভৌত অবকাঠামো স্থাপন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অর্জনে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষা এবং পণ্য ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এ জন্য আমি উৎপাদক, সরবরাহকারী, চেম্বার ও মিডিয়াসহ সর্বস্তরের ভোক্তা-সাধারণকে যথাযথ ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি ৩৮তম বিশ্ব মান দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ড. ফখরুদ্দীন আহমদ)

উপদেষ্টা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে ৩৮তম বিশ্ব মান দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ পণ্যের গুণগত মানের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে। আমি এ ধরণের মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তর্জাতিক মান সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এবার বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Standards and the Citizen : Contributing to Society"। প্রতিপাদ্য বিষয়টি পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের সাথে নাগরিকের মান বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিএসটিআই বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। পণ্য এবং সেবার মান নির্ধারণ এর প্রধান দায়িত্ব। দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত শিল্প ও ভোগ্যপণ্যের মান প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও এর উপর বর্তায়। ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা যাচাইও এর অন্যতম কাজ। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠানটির আধুনিকায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ জন্য সংস্থার জনবল ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএসটিআই'র মান সনদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে টেস্টিং ল্যাবরেটরিসমূহে সংযোজন করা হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। সরকারের নেয়া এসব পদক্ষেপের ফলে বিএসটিআই ক্রমান্বয়ে পুনর্গঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রত্যাশা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম না হলেও বর্তমানে এর কর্মতৎপরতা অনেক বেড়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যকে টিকে থাকতে হলে পণ্যের গুণগতমান উন্নত করতে হবে। আমাদের উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী হতে হবে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য। বলার অপেক্ষা রাখেনা, কেবলমাত্র সঠিক মানই পারে পণ্যের মূল্য, নিরাপত্তা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাজার নিশ্চিত করতে। এজন্য দেশীয় উদ্যোক্তাগণকে পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নে আন্তরিক হতে হবে। ক্রেতা-সাধারণের রুচি ও পছন্দমাফিক ডিজাইনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। জাতীয় মান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই অচিরেই দেশব্যাপী জনগণের মাঝে পণ্যের গুণগতমান বিষয়ক ধারণা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। জনস্বার্থে নকল ও ভেজালের বিরুদ্ধে বিএসটিআই ভবিষ্যতে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে-৩৮তম বিশ্ব মান দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

(গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী)

বিশ্ব মান দিবস -২০০৭ ও বিএসটিআই

মোঃ আজমল হোসেন
মহা-পরিচালক
বিএসটিআই

১৪ই অক্টোবর ২০০৭ তারিখ, ৩৮তম বিশ্ব মান দিবস। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রতি বছরের ন্যায় ISO, IEC এবং ITU যৌথভাবে বিশ্ব মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে- "Standards and the Citizen: Contributing to society" যার অর্থ করা যেতে পারে - "মান এবং নাগরিক ঃ সমাজে অবদান রাখছে"।

বিশ্বায়নের এ যুগে সমগ্র পৃথিবী আজ গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিককে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, আর তাদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিফলিত হবে। এই বিশ্বের নাগরিকরা কিছু অর্জিত অধিকার ভোগ করে থাকেন। যথাঃ নিরাপত্তার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, অবাধ তথ্যপ্রবাহে অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি। অপরদিকে সমাজ ও মানুষের প্রতি কিছু দায়িত্ব তার উপর অর্পিত আছে যথাঃ পরিবেশ রক্ষায় অংশগ্রহণ, অপরের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মানের সার্বিক প্রয়োগ বিশ্বের নাগরিকদের তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালনে সহায়তা করতে পারে।

বর্তমান যুগে মানবিহীন বিশ্ব ব্যবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যংক-বীমা, গবেষণা থেকে শুরু করে ইন্টারনেট প্রযুক্তি পর্যন্ত কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট মানের ওপর নির্ভরশীল। আমরা যারা এ পত্রিকাটি পড়ছি যেখানে পত্রিকাটির পাতার আকার, ছাপার মেশিন, কাগজ, কালি, ছাপার ফন্ট ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই কিছু সুনির্দিষ্ট মান অনুসরণ করা হয়েছে।

দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই দেশে উৎপাদিত শিল্পজাত ও ভোগ্যপণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় মান প্রণয়ন, ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা নিশ্চিতকরণ এবং আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মানের সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। বিএসটিআই অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার বিএসটিআই'র গুরুত্ব উপলব্ধি করে এটিকে অধিকতর কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বিএসটিআই'র আইনকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং জনবল বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। দ্রব্যে ভেজালরোধ এবং পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়/বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে অধিকতর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করে সংস্থার বিদ্যমান আইনকে সংশোধন করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ কার্যকর এবং দেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত সকল পণ্যের জন্য শ্রেণীভিত্তিক লেবেল প্রণয়নের মাধ্যমে নকল, ভেজাল ও নিম্ন মানের পণ্য যাতে বাজারে বিক্রয় ও বিতরণ রোধ করা যায় সে লক্ষ্যে 'পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা-২০০৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী সকল পণ্যের লেবেলে উৎপাদনকারীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে। জনস্বার্থে গৃহীত এ দুটি পদক্ষেপ বর্তমান সরকারের অতি মহতী উদ্যোগ বলে বিবেচিত। এছাড়া বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৭ প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র অবকাঠামো উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে; এ ছাড়া সর্বস্তরে বিএসটিআই'র গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে Quality Management System and Conformity Assessment Activity for Bangladesh Quality Support Programme (Post MFA) শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল মেজারমেন্ট ইন্সটিটিউট (এনএমআই) স্থাপন করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, ২০০৮ সাল হতে এনএমআই থেকে measurement এর ক্ষেত্রে প্রায় ৪০টিরও বেশী parameter calibration করা যাবে। ফলে দেশের সকল ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতির unbroken chain of traceability স্থাপন করা যাবে। এই উদ্যোগ WTO-TBT এবং SPS barrier অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া, ১৫টি পুরাতন জেলায় বিএসটিআই অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে ৫৬.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশব্যাপী বিএসটিআই'র সার্বিক কর্মকাণ্ড আরও জোরদার হবে। ফলে ভোক্তাসাধারণকে প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা এবং শিল্প সচিব মহোদয়ের যথাযথ দিক নির্দেশনায় বিএসটিআই সীমিত জনবল নিয়ে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিএসটিআই'র বর্তমান কার্যক্রমে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি গতি সঞ্চার হয়েছে। জনগণও এর সুফল পাচ্ছে। ভোক্তাসাধারণের মাঝে বিএসটিআই সম্পর্কে আস্থা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত অর্থবছরের এবং চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী এবং ওজন পরিমাপে কারচুপিকারী এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিএসটিআই কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

গত ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্যক্রম এর আওতায় ৬৪৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মামলা দায়েরের সংখ্যা ছিল ১৪২৬টি এবং জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫২০.৩৬ লক্ষ টাকা। বর্তমান ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাস পর্যন্ত বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় ১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মামলা দায়েরের সংখ্যা ছিল ৩৮১টি এবং জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮০.০১ লক্ষ টাকা।

ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যক্রম এর আওতায় গত ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে ৮১৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে মামলা দায়েরের সংখ্যা ছিল ৩৮৭৫টি এবং জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৫০.০৫ লক্ষ টাকা। বর্তমান ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাস পর্যন্ত বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় ২১৬টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মামলা দায়েরের সংখ্যা ছিল ৮৭৯টি এবং জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৪.৩৭ লক্ষ টাকা।

বিএসটিআই'র কার্যক্রমের বর্তমান গতিধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বিএসটিআই'র শূন্য পদগুলোতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং দু দফায় প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দান করা হয়েছে। বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যাগুলোও ক্রমান্বয়ে সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে Management System Certificate (HACCP, ISO 9000, ISO 14000) একটি গুরুত্বপূর্ণ Criteria। Management System Certificate Scheme (MSCS) চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Management System Certification Regulation এর খসড়া বিএসটিআই কাউন্সিলের ২০তম সভায় অনুমোদিত এবং এসআরও জারির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের ল্যাবরেটরী টেস্ট রিপোর্ট এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেট বিদেশে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন এ্যাক্ট, ২০০৬ প্রণয়ন করেছে, যার অধীনে একটি স্বাধীন এক্রিডিটেশন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে উক্ত বোর্ডের মহা-পরিচালক কাজ শুরু করেছেন। বোর্ডকে যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যকর করার লক্ষ্যে অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সার্টিফিকেশন বডি (BACB) এবং এসোসিয়েশন অফ টেস্টিং ল্যাবরেটরীজ, বাংলাদেশ (ATLB) গঠিত হয়েছে।

সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী বিএসটিআইতে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। এ ছাড়া গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিএসটিআই'র ফুড টেস্টিং ল্যাব ও সিমেন্ট টেস্টিং ল্যাব পরিদর্শন করেছেন এবং ভারতের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা আছে। বিএসটিআইতে "One Stop Service Centre" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ সেন্টার উদ্বোধন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প প্রণয়নসহ প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণে সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি পণ্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের সততা ও আন্তরিকতা অপরিহার্য। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও সার্টিফিকেশন কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যই হচ্ছে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ। ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে ব্যবসায়ী সংগঠন যথাঃ দেশের চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ, দোকান মালিক সমিতিসহ বিভিন্ন এসোসিয়েশন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজকের মান দিবসে এটিই হোক আমাদের সকলের কাম্য।

** ১৪ অক্টোবর ২০০৭ সরকারী ছুটি থাকায় বিশ্ব মান দিবসের ক্রোড়পত্র নির্ধারিত সময়ের আগে ছাপা হলো।*

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সমগ্র বিশ্বে ১৪ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে এর উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহ ও বিএসটিআইকে শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্ব মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Standards and the Citizen : Contributing to Society" বর্তমান বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীকে একই সূত্রে আবদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে পণ্যের গুণগত মানের ব্যাপারে ভোক্তা-সাধারণ অনেক সচেতন বিধায় শুধু মানসম্মত পণ্য ও সেবার চাহিদাই বাজারে রয়েছে।

পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই'র আইনকে যুগোপযোগী ও অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। বিএসটিআই'র ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরীক্ষাগারসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে জনগণের মানসম্মত পণ্য ও সেবা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএসটিআই'র পরীক্ষাগারের মান আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য, ওজন ও পরিমাপে কারচুপি প্রতিরোধে সার্ভিল্যান্স টীম, স্কোয়াড ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র লোকবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসটিআই'র সেবা কার্যক্রমে আরো নিখুঁত ও গতিশীলতা আনয়ন করা হচ্ছে। বিএসটিআই'র বর্তমান কার্যক্রমে পূর্বের যে কোন সময় হতে অনেক বেশি গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

ভেজালবিরোধী অভিযানে সরকারের দৃঢ় মনোবলের কারণে দেশের জনগণ নিরাপদ খাদ্য ও মানসম্মত পণ্য প্রাপ্তিতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভোক্তা-সাধারণের নিশ্চিত হওয়ার জন্য পণ্যের লেবেলে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখ করা হচ্ছে।

পণ্য উৎপাদন এবং বিপণনে বাংলাদেশ মান নিশ্চিত হবে এটাই আজকের প্রত্যাশা।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(ড. মোঃ নূরুল আমীন)